## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# শিশুর অধিকার সুরক্ষায় শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে বিদ্যমান আইন প্রয়োগের জোরালো দাবী জানানো হয় গণশুনানিতে

**১৯ শে নভেম্বর, ২০১৭, ঢাকা:** শিশুর অধিকার সুরক্ষায় শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে বাংলাদেশে বিদ্যমান আইন প্রয়োগের জোরালো দাবী জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর আয়োজনে এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এর সহায়তায় আজ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে **'শিশুর অধিকার সুরক্ষায় শারীরিক ও** মানসিক শাস্তি নিরসন' শীর্ষক গণশুনানিতে এই দাবী জানানো হয়। সভায় বক্তারা বলেন, শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে সরকার আইন প্রণয়নসহ বিভিন্ন পরিপত্র জারি করেছে কিন্তু এগুলো প্রয়োগে যথাযথ নজরদারির অভাব রয়েছে।

এই গণশুনানীতে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে হাইকোর্টের রায় ও সরকারের সংশ্লিস্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে করণীয় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, মানবাধিকার সংস্থা, সংবাদ মাধ্যমসহ সংশ্লিষ্টদের করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

এডভোকেট জেড আই খান, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ব্লাস্ট এর পক্ষ থেকে গণশুনানির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, **শুধুমাত্র শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশুরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় না, ঘরে এবং বাইরেও সবক্ষেত্রেই শিশুরা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন।**

গণশুনানিতে সভাপতিত্ব করেন বিচারপতি নিজামুল হক, সাবেক বিচারপতি, আপীল বিভাগ, সুপ্রীম কোর্ট। তিনি বলেন, **শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধে আমাদের সবাইকে নিজেদের জায়গা থেকে দায়িত্ব নিতে হবে।"শিশুরা শস্তি পেলেই মানুষ হবে"- এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে অভিভাবকদের বের হয়ে আসতে হবে।**

জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে উপস্থিত গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, **পরীক্ষার নামে বিদ্যালয় থেকেও শিশুদের ওপর মানসিক চাপ প্রয়োগ করা হয়।**

জুরি বোর্ডের সদস্য হিসেবে আরো উপস্থিত, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন-এর সদস্য নুরুন নাহার ওসমানী এবং সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবি এডভোকেট ইদ্রিসুর রহমান তাদের বক্তব্যে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে অর্ন্তভূক্তি এবং নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরীর সুপারিশ করেন।

শারীরিকভাবে নির্যাতিত ভুক্তভোগী শিশু এবং পরিবারের সদস্যবৃন্দ গণশুনানিতে উপস্থিত হয়ে তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। গনশুনানীতে শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এর কয়েকটি ঘটনার চিত্র তুলে ধরে তা বিশ্লেষণ করেন এডভোকেট শিহাব আহমেদ সিরাজী, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম

কোর্ট এবং ঘটনাগুলোর আইনী বিশ্লেষণ করেন এডভোকেট আবু ওবায়দুর রহমান, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও কনসালটেন্ট, হাইকোর্ট সেল, ব্লাস্ট।

এডভোকেট তাজুল ইসলাম, উপদেষ্টা, এডভোকেসী ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ব্লাস্ট এর সঞ্চালনায় গণশুনানিতে বিশেষজ্ঞবৃন্দ শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে করণীয় এবং এর প্রভাব থেকে উত্তরণে করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করেন। অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, সভাপতি, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ এবং মোমেনা বেগম, অধ্যক্ষ, সহজ পাঠ উচ্চ বিদ্যালয় শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ও কারিকুলামে পরিবর্তন প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া এ বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক জনমত গঠন এবং সচেতনতা তৈরীতে গণমাধ্যমের করণীয় সম্পর্কে দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তাসমিমা হোসেন এবং শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে করণীয় বিষয়ে একরামুল কবির, ম্যানেজার, সেভ দ্যা চিলড্রেন আলোচনা করেন।

এই গণশুনানীতে বিচারক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য, আইনজীবী, এনজিও ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক, মনোবিদ, নির্যাতনের শিকার এবং তাদের পরিবার, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, ব্লাস্ট এবং আসক (আইন ও সালিশ কেন্দ্র) যৌথভাবে গত ১৮ই জুলাই ২০১০ ইং তারিখে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে যার নং-৫৬৮৪/২০১০। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গত ১৩ই জানুয়ারি ২০১১ইং তারিখে উক্ত রিট পিটিশনের রায় প্রদান করেন। এই রায়ে উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন রকম শারীরিক শাস্তি এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, অপমানকর আচরণ শিশু শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করে। বিশেষ করে তা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

এরই প্রেক্ষাপটে বিগত ৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করার বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র এবং ২১ শে এপ্রিল ২০১১ তারিখে সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত কর্তৃক জারীকৃত নীতিমালা ২০১১ অনুযায়ী শিশুদের প্রতি যেকোন ধরনের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বেআইনি। শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ৭০ অনুসারে কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলাসহ এ ধরনের ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বার্তা প্রেরক:

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
মোবাইল নং: ০১৭৭৬০৬০১১৩
ই-মেইল: mahbuba@blast.org.bd